ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1711-1723
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.393

পশ্চিমবঙ্গের প্রথম শ্রেণির শিক্ষা ব্যবস্থায় ‘সহজপাঠ প্রথম ভাগ’কে কেন্দ্রে রেখে ‘আমার বই’ নির্মাণ কৌশল: পর্যবেক্ষণ ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সেখ সামিম আলি, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 25.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

First of all, it should be mentioned that ‘Sahaj Path’, written by Rabindranath Tagore, is an integrated book. Here, both prose and poetry are blended to create a mixed structure of language learning. In our analysis, we have observed that even within the prose of ‘Sahaj Path’, there is a resonance of rhythm which can be described as ‘Rhythmic prose’ or ‘Nritya Gadya’. The main reason behind Tagore’s construction of such prose is an attempt to reduce the monotony of prose in accordance with the child’s mind.

For first-grade children, geometric shapes should be taught through coloring activities. However, it should be kept in mind that, except for one or two, most of the shapes should come from the child’s familiar environment. At the same time, a few unfamiliar elements should also be included in early education. Familiar elements increase the child’s interest in learning, while a few unfamiliar ones help initiate new knowledge.

In the first part of ‘Sahaj Path’, Tagore constructed the book using the picture-learning method, and he further evaluated this method in the second part of ‘Sahaj Path’. In this part, such illustrations are provided that children can color themselves—indicating that Tagore had already sown the seeds of what we now call Continuous Comprehensive Evaluation (CCE). In ‘Amar Boi’, too, we can observe a transition from picture-learning methods to activity-based picture work.

Here, a system of familiar, nature-centered education has been established. Overall, the integrated thinking of nature and social awareness found in ‘Sahaj Path’ has been placed at the foundation of ‘Amar Boi’. The joyful learning approach of ‘Sahaj Path’ has been adopted, along with its integrated method of teaching and its stress-free approach to education.

Keywords: Rhythmic prose, Picture-based learning, Amar Boi, Nature-centered, Geometric shape. Sahaj path

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ‘সহজপাঠ’ বইকে কেন্দ্রে রেখে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাথমিক বিদ্যালয় স্তরের প্রথম শ্রেণির ‘আমার বই’ নামক ইন্টিগ্রেটেড পাঠক্রম নির্মাণ করা হয়েছে। আমরা এখানে প্রথম শ্রেণির শিক্ষা ব্যবস্থায় ‘সহজপাঠ’কে কেন্দ্র করে কিভাবে ‘আমার বই’ নির্মাণ করা হয়েছে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করব। আমাদের এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য দুটি, যথা- প্রথমটি হল, কিভাবে ‘সহজপাঠ’ বইকে বাংলা, ইংরেজি ও

গণিত শিক্ষার কেন্দ্রে রাখা হয়েছে এবং তা কতটা যুক্তিসঙ্গত! আর দ্বিতীয়টি হল 'আমার বই' শিশুর বিকাশে কতটা কার্যকর ভূমিকা নিতে পারবে সে সম্পর্কে অনুসন্ধান করা।

প্রথমেই বলে রাখি 'সহজপাঠ' রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত একটি ইন্টিগ্রেটেড বই। এখানে গদ্য ও পদ্য উভয় মিলেমিশে ভাষা শিক্ষার একটি মিশ্র কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। আমরা অনুসন্ধানে লক্ষ্য করেছি যে 'সহজপাঠে'র গদ্যের মধ্যেও ছন্দের এমন একটা অনুরনণ আছে যাকে আমরা নৃত্যগদ্য বা rhythmic Prose বলতে পারি। নামটি নূতন হলেও অবান্তর নয়। নিম্নে নমুনা স্বরূপ বিষয়টি আলোচনা করা হলো-

> "বাদল করেছে। মেঘের রং ঘন নীল। ঢং ঢং ক'রে নটা বাজলো। বংশু ছাতা মাথায় কোথায় যাবে? ও যাবে সংসার-বাবুর বাসায়। সেখানে কংসবধের অভিনয় হবে। আজ মহারাজ হংসরাজ সিংহ আসবেন।"[১]

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাক্যগুলি ছোট ও সহজ বোধের যা শিশু শিক্ষার উপযোগী। পদ্যে যেমন সরাসরি ছন্দ ব্যবহৃত হয়, এখানে তেমন সরাসরি ছন্দ ব্যবহৃত হয়নি। এখানে ছন্দের স্পন্দন ও গদ্যের মাঝখানে একটা আবরণ আছে, যার ফলে শব্দগুলি যেন মৃদুমন্দ গতিতে নৃত্য বা ডান্স করতে করতে এগোচ্ছে; তবে একে গদ্যছন্দ বলাও ভুল হবে; কারণ, গদ্যছন্দে ছন্দ ও গদ্যের মধ্যে কোনও আবরণ থাকে না। গদ্যছন্দ একটি বিশেষ ছন্দ কিন্তু 'নৃত্যগদ্য' কোনও বিশেষ ছন্দ নয়, আসলে এটি একটি বিশেষ ধরনের গদ্য রীতি যার সামান্য দূরেই ছন্দের স্পন্দন বাজছে এবং এই স্পন্দন শুনে কিছু কিছু সাধারণ শব্দ যেন নাচতে নাচতে এগোচ্ছে। যেমন, উপরের নমুনাটিতে যে শব্দগুলি 'নৃত্যগদ্য' তৈরিতে সাহায্য করেছে সেগুলি হল- বাদল, ঘন নীল, ঢং ঢং, বংশু, সংসার বাবুর বাসায়, হংসরাজ সিংহ... ইত্যাদি

এই শব্দগুলিকে আমরা 'শব্দতরঙ্গ' নামে অভিহিত করলাম। অতএব এই শব্দতরঙ্গ গুলি বাক্যের পূর্ববর্তী কিংবা পরবর্তী সাধারণ শব্দগুলিকে নৃত্যের মতো গতিদান করেছে এবং সেই সঙ্গে সামগ্রিক গদ্যটিকে নৃত্যগদ্য বা rhythmic Prose-এ পরিণত করেছে।

এখানে সাধারণ শব্দগুলি হলো- করেছে, মেঘের রং, নটা বাজলো, ছাতা মাথায় কোথায় যাবে? ও যাবে, সেখানে, অভিনয় হবে, ইত্যাদি। এই সাধারণ শব্দগুলি শব্দতরঙ্গের বাজনায় যেন নাচতে নাচতে এগোচ্ছে, এবং পুরো গদ্যটিকে নৃত্যগদ্যে পরিণত করছে।

রবীন্দ্রনাথের এই ধরনের গদ্যনির্মাণের মূল কারণ হলো, শিশু মনের সাপেক্ষে গদ্যের ক্লান্তিকে দূর করার একটা প্রচেষ্টা। নৃত্যগদ্যকে আমরা Activity Based Learning বলতে পারি। কারণ, এই গদ্য পাঠের ফলে শিশুর মনে শিশুর অজান্তেই নৃত্যের আনন্দ প্রবিষ্ট হয়। ফলে শিশুরা একপ্রকার আনন্দপূর্ণ শিক্ষা পায়। এবং তাদের পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে।

আমরা একটু আগেই জেনেছি, রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ' গদ্য-পদ্য, কবিতা, ও গল্পের একটি ইন্টিগ্রেটেড বই। এখন আমরা 'সহজপাঠ' থেকে কিছু নমুনা দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলাম। যথা-

> "নাম তার মোতিবিল বহুদূর জল
> হাঁসগুলি ভেসে ভেসে করে কোলাহল
> পাকে চেয়ে থাকে বক চিল উড়ে চলে,
> মাঝরাঙ্গা ঝুপ করে পড়ে এসে জলে"[২]

এটি একটি পদ্যের উদাহরণ। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে গদ্য, পদ্য ও কবিতার সংমিশ্রণে এই গ্রন্থ সৃষ্টি হয়েছে। আর 'সহজপাঠে'র প্রায় প্রত্যেকটি বিষয় শিশুর চেনা-জানা বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। কারণ, চেনা জানা

বিষয় শিশুর মনের কৌতুহল বাড়ায়, যার ফলে শিশু যে বিষয়টি পড়তে থাকে সেটার সঙ্গে নিজেকে খুব সহজেই একাত্ম করতে পারে।

শিশু শিক্ষা কাঠামোর মূল ভিত্তি হল, শিশুদের কম বেশি চেনাজানা বা অতি পরিচিত বিষয়গুলির সঠিক অভ্রান্ত ও সত্যতা যাচাই করে তবেই সেটা বইয়ের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

এরপর আমরা 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগ থেকে প্রথম পাঠের কয়েক লাইন তুলে ধরে তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হলো-

> "বনে থাকে বাঘ।
> গাছে থাকে পাখি।
> জলে থাকে মাছ।
> ডালে আছে ফল।
> পাখি ফল খায়।
> পাখা মেলে ওড়ে।"[৩]

এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এই লেখাটি আসলে পদ্য নয়, আসলে এর অন্ত্যে মিল নেই। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ বুঝেই এই ধরনের গদ্য নির্মাণ করেছেন। শিশুরা পদ্য বেশি ভালোবাসে কিন্তু শিশুদের জন্য বা তার পরবর্তী জীবনে ক্লান্তিকর গদ্য তাদের একান্ত প্রয়োজন আছে। তাই একজন শিশু যখন তার পরবর্তী জীবনে গদ্যের ক্লান্তিকে দূর করতে পারে তার জন্য রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের গদ্য নির্মাণ করেছেন। আসলে গদ্যটি হলো পদ্যের চেহারায় নৃত্যগদ্য। আমরা পূর্বে এই গদ্য সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করেছি।

এখন আমরা আলোচনা করব রবীন্দ্রনাথের 'সহজপাঠ'কে কেন্দ্রে রেখে কীভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিশেষজ্ঞ কমিটি প্রথম শ্রেণির জন্য 'আমার বই' নামক ইন্টিগ্রেটেড বইটির নির্মাণ করেছেন! এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ কমিটি শিখন পরামর্শে কী জানিয়েছেন একটু জেনে নেই। যথা-

> "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগ রয়েছে এই সমন্বিত শিখন পরিকল্পনার কেন্দ্রে প্রথমাংশের প্রস্তুতি পর্বের শেষ বইটিতে যে পাঠগুলি রয়েছে সেগুলি 'সহজপাঠ' প্রথম ভাগে'র সঙ্গে ওতপ্রোত পাঠ গুলি 'সহজপাঠে'র বিভিন্ন অধ্যায়কে অনুধাবন করার জন্য কখনো ভিত্তিপাঠ আবার কখনো অনুসারীপাঠ হিসাবে গ্রহণ করার জন্য লেখা হয়েছে।"[৪]

'আমার বই'য়ের প্রথমেই আছে বিশাল একটি পরিবেশের দৃশ্য। এই দৃশ্যটি দেখে সেখানে কী কী হচ্ছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা আলোচনা করবে। স্থিরচিত্র দেখার ফলে শিশুর মধ্যে এমন একটা ভাবস্তর তৈরি হবে যা সে ভাষায় রূপান্তরিত করবে, এর মাধ্যমে বাচ্চাদের যোগাযোগ দক্ষতা তৈরি হবে। এবং কল্পনা শক্তির বিকাশ হবে এই পদ্ধতিটিকে আমরা বলতে পারি ইমেজারি লার্নিং বা চিত্রশিক্ষণ পদ্ধতি বলে।

এরপর আমরা লক্ষ্য করেছি রং করা বর্গক্ষেত্র দেখে ফাঁকা বর্গক্ষেত্রে বাচ্চাদের দিয়ে রং করানোর প্রচেষ্টাকে এবং তারপর বিভিন্ন পশু-পাখি গাছপালা চিত্র রং করানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা গেছে। আমরা কম-বেশি সকলেই জানি এই পদ্ধতিকে Activity based learning বলা হয়। তবে এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে, ছবিতে রং করার মাধ্যমে শিশু শুধু যে রঙ করা শেখে তা কিন্তু নয়; বরং বাস্তব জগতের বস্তু বা প্রাণীটি কীরকম প্রকৃতির? যা সে তার চেনাজানা পরিবেশে দেখেছে, তার হুবহু রং করার মাধ্যমে শিশুটির স্মৃতিশক্তির বিকাশ ঘটছে; আবার শিশুটি সেই বস্তু বা প্রাণীটির সঙ্গে বিশেষভাবে একাত্ম হতে পারছে।

প্রথম শ্রেণির শিশুদের Geometric Shape বা জ্যামিতিক আকার যত আছে সেগুলি রং করা শেখাতে হবে। তবে মনে রাখতে হবে, আকৃতিগুলির দু'একটি ব্যতীত প্রায় সবগুলি তার চেনাজানা পরিবেশের হয়,

তবে শিশু শিক্ষার জন্য দু-একটি বিষয় যেন শিশুদের অজানা হয়। চেনা-জানা বিষয়গুলি শিশুটির শিখন প্রচেষ্টার আগ্রহকে বাড়িয়ে তুলবে এবং দু'একটি অজানা বিষয় শিশুর জ্ঞান সূচনা ঘটাবে। যেমন- আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, ইত্যাদি জ্যামিতিক চিত্র গুলির পাশেই বাস্তব বস্তুগুলির ছবি দেওয়া বাঞ্ছনীয়। শিশুরা বাস্তব বস্তুগুলো হয়তো অবশ্যই আগে থেকেই চিনে থাকবে। এবং বিমূর্ত আকৃতি গুলি রং করার মাধ্যমে তার মধ্যে আস্তে আস্তে বিমূর্ত ধারণা তৈরি হতে থাকবে। একেই আমরা গণিত শিক্ষার প্রাথমিক ধাপ বলতে পারি। গণিত যেহেতু একটি বিমূর্ত ধারণার বিষয় সেহেতু বাস্তব বস্তু বা প্রাণী থেকে সরাসরি বারকোডের মাধ্যমে যোগ শেখানো যুক্তিযুক্ত নয়। তাই প্রাথমিকভাবে গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথমে রাখতে হবে, জ্যামিতিক বস্তু তারপরে রাখতে হবে জ্যামিতির চিত্র, এবং সব শেষে রাখতে হবে বারকোড। জ্যামিতিক বস্তুগুলি বিমূর্তরূপকে প্রকাশ করতে অক্ষম হলেও জ্যামিতিক চিত্রগুলি বিমূর্তরূপকে প্রকাশ করে থাকে। যেমন- প্রথমে, দুটি ইঁটের চিত্র রাখতে হবে তারপর দুটি আয়তক্ষেত্রের চিত্র রাখতে হবে এবং তারপর দুটি বারকোড রাখতে হবে। এসব শিশুরা বাস্তব জগতে দেখে থাকবে এরপর ইঁটের মতো সে যখন আয়তক্ষেত্রর চিত্রটি দেখবে তখন সে সেটাকে এক মনে না করলেও তার সঙ্গে মিল খুঁজে পাবে। এবং এই চিত্রটি বাস্তবে সে দেখেনি অর্থাৎ এখানেই শিশুর মন তার অজান্তেই বিমূর্ত ধারণার সঙ্গে পরিচিত হতে থাকবে। এরপর সে যখন বারকোডের মাধ্যমে যোগ-বিয়োগ ইত্যাদি শিখবে তখন তার মধ্যে এমন এক বিমূর্ত ধারণা তৈরি হতে থাকবে যা তার পরবর্তী গণিত শিক্ষাকে অনেক সহজ করে তুলবে।

'আমার বই' প্রথম পর্বে শিশুদের বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। তবে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' এর ৯ এবং অন্তস্থ (য) দুটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে।[৫] বাংলায় বর্গীয় ব ও অন্তঃস্থ ব দুটির মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই, অন্যদিকে শিশুদের শব্দশিখন ও যুক্তাক্ষর শিখন -এর ক্ষেত্রেও বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়' -এর মনস্তত্ত্বকে কিছুটা গ্রহণ করা হয়েছে।

'আমার বই' নির্মাণে 'সহজপাঠ'কে কেন্দ্রে রাখা প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ কমিটি জানিয়েছেন-

> ''সহজপাঠে' বলা পরিবেশের চেনা উপাদান শিশুর প্রথম ভাষা, দ্বিতীয় শিক্ষা গণিত শিখনের উপকরণ ও পথ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। খেয়াল রাখা হয়েছে শিশু যাতে এভাবে জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার মাধ্যমে তার চেনা জগত থেকে অচেনা জগতে বিচরণ করার প্রয়োজনীয় উদ্দীপনা ও শক্তি পায়।''[৬]

এখন আমরা দেখে নেব 'সহজপাঠ' থেকে কী কী উপাদান গ্রহণ করা হয়েছে-

''এখানে আমরা লক্ষ্য করেছি- 'ছোট খোকা বলে অ আ /শেখেনি সে কথা কওয়া।''[৭]

এটি আমার বই'য়ে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কিন্তু এটা তো শিশুরা অলরেডি শিখেছে। এখানে নিরবিচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়নকে ধরে রাখার জন্য এই লাইন দুটি থেকে কর্মপত্র দিলে আরো বইটি যুক্তি সম্মত হয়ে উঠত। একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ভিন্ন ভাবে করা উচিত। এবং একই বিষয় একটি পাতার মধ্যে তিনবার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন। তার ফলে শিশু একই বিষয় বারবার পড়বে, এর ফলে শিক্ষককে বলতে হবে না যে বিষয়টি বারবার পড়ার জন্য। এখানে শিশুর শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা হয়ে যাবে। এবং কিছুক্ষেত্রে একই বিষয়ের ভিন্ন ভাবে পাঠ্য করতে হবে।

দ্বিতীয় ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে সহজপাঠের চেনাজানা বিষয়গুলি অধিকাংশই অনুসরণ করা হয়েছে নমুনা ১

> ''Twinkle, twinkle Little Star
> How I wonder what you are!
> Up above the world so high

Like a diamond in the sky."[৮]

নমুনা ২:

"তারাগুলো নিয়ে বাতি
জেগেছিল সারা রাতি
নেমে এলো পথ ভুলে
বেল ফুলে জুঁই ফুলে"[৯]

দুটি কবিতার অর্থ আলাদা হলেও বিষয় একই। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে 'সহজপাঠে'র অনুসরণে দ্বিতীয় ভাষার বিষয়গুলি নির্বাচন করা হয়েছে। এখানে তারা জানার মধ্যেই অজানাকে জানছে।

'সহজপাঠে'র প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথ চিত্রশিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার করে বইটিকে নির্মাণ করেছিলেন এবং তিনি সেই চিত্রশিখন পদ্ধতির মূল্যায়ন করেছেন 'সহজপাঠে'র দ্বিতীয় ভাগে। এখানে এমন ছবি নির্মাণ করা হয়েছে যেগুলি শিশুরা রং করবে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ সহজপাঠ-এ Continuous Comprehensive Evaliuation এর বীজ বপন করে দিয়েছিলেন। 'আমার বই'য়েও চিত্রশিক্ষণ পদ্ধতি থেকে চিত্রকর্মপদ্ধতির অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়।[১০]

'আমার বই' প্রথম পর্বে তুলনামূলকভাবে রং করা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেমন- মাথার চুলের সঙ্গে কাকের পালকের তুলনা। এই তুলনামূলক শিক্ষা সামগ্রিক নিরববচ্ছিন্ন বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এরপর ছবির মাধ্যমে শিশুদের স্বাস্থ্য ও শরীর সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। এই বইটি শুধুমাত্র শিশুদের কাছে পাঠ্য বই নয়, এটা তাদের কাছে একটা খাতাও বটে অর্থাৎ এই বইয়েই তারা ছবি আঁকতে শিখছে এবং এই বইয়ের মধ্যেই Doted lines -এর মাধ্যমে তারা অ আ এ বি সি ডি ইত্যাদি লিখতে পরিসর পাচ্ছে। এর ফলে শিশুর কাছে পাঠ্য বইটি ভারী বলে মনে হবে না। বইটি একদিক থেকে বিনোদনের, ভাষা শিক্ষার, গণিত শিক্ষার, স্বাস্থ্য শিক্ষার, এবং নৈতিক শিক্ষার একটি ইন্টিগ্রেটেড বই।

'আমার বই' প্রথম পর্ব –এ যা যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তা নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- চিত্রশিখন পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[১১]
- বাংলা বর্ণ পরিচয় শেখানো হয়েছে।[১২]
- সোজা-বাঁকা, কম-বেশি, ছোট-বড়, ভারী-হালকা ইত্যাদির শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[১৩]
- ছবি ও বারকোডের মাধ্যমে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[১৪]
- ছবি ও শব্দের মাধ্যমে বর্ণ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[১৫]
- দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ইংরেজি নাম দেওয়া হয়েছে।[১৬]
- 'Two little hands to clap, clap, clap' নামক ইংরেজি ছড়া।[১৭]
- সরলরেখা, বক্ররেখা, ও বৃত্তের টান দিতে শেখানো হয়েছে।[১৮]
- Rub rub rub your hands নামক কবিতা।[১৯]
- ছবির মাধ্যমে ইংরেজি শব্দভাণ্ডার শেখানো হয়েছে।[২০]
- 'মুনিরাম মুন্সি' নামক বাংলা ছড়া।[২১]
- 'I can skip, I can hop' নামক ইংরেজি ছড়া।[২২]
- সিঁড়ির মাধ্যমে ক্রোনোলজির শিক্ষা।[২৩]
- 'My hands upon my head I place' নামক ইংরেজি ছড়া।[২৪]
- ছড়ার মাধ্যমে এ, বি, সি, ডি শেখানো হয়েছে।[২৫]

- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সংখ্যার সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে।[২৬]
- ইংরেজি ও বাংলা সংখ্যা লেখানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[২৭]
- ছোট ও বড়ো সংখ্যা চেনানো হয়েছে।[২৮]
- সংখ্যা ও ভাষার মাধ্যমে যোগের ধারণা নির্মাণ করা হয়েছে।[২৯]
- ক্রোনোলজিক্যাল ছবি দেখে গল্প বলা হয়েছে।[৩০]
- বস্তুর সঙ্গে জ্যামিতিক আকারের মিল শেখানো হয়েছে।[৩১]

এই অধ্যায়টিতে প্রকৃতির সঙ্গে শিক্ষার একপ্রকার সম্বন্ধ তৈরির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। এবং শিশুরা বইয়ের মধ্যেই যাতে লিখতে পারে সেই জন্য 'আমার বই' কে বই ও খাতা উভয় হিসাবেই নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে শিশুরা শুধু আনন্দই পাবে না, তাদের শিক্ষা ভারমুক্ত হয়ে উঠবে।

এই বইয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে, এখানে চেনা-জানা প্রকৃতিকেন্দ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একই শিক্ষা বারবার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। যার ফলে, শিশুরা যাতে খুব সহজেই সেটা বারবার অনুশীলনের সুযোগ পায়। এবং তাদের শিক্ষা যাতে সুদৃঢ় হয় তার জন্য প্রধানত এই ব্যবস্থা করা হয়েছে। এবং এই বই নির্মাণের ক্ষেত্রে 'সহজপাঠে'র মনস্তত্ত্ব অনেকাংশই গ্রহণ করা হয়েছে। 'সহজপাঠে' ছড়ার মাধ্যমে বর্ণপরিচয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে, এর অনুসরণে বাংলা ও ইংরেজি বর্ণপরিচয় শিক্ষা ছড়ার মাধ্যমে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছড়ার মাধ্যমে বর্ণপরিচয় শিক্ষা শিশুদের মনে অনেকদিন পর্যন্ত গেঁথে যায়। তবে এই পর্বে সহজপাঠ'কে কেন্দ্র করে কোনও অনুসারী পাঠ কিংবা ভিত্তিপাঠ নির্মাণ করা হয়নি।

এই পর্বটিতে সমাজ ও প্রকৃতিকে আলাদা ভাবে দেখানো হয়নি। বরং জগতকে সহজ ভাবে চেনানোর একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শিশুরা যখন পৃথিবীতে আসে তখন এই পৃথিবী তাদের কাছে অনেকটা অচেনা, তাই প্রাথমিক ভাবে তাদের এই পৃথিবীকে চেনাতে হবে, এই পৃথিবীকে চেনানো মানে, পৃথিবীর মাটি, জল, বাতাস, আলো, গাছপালা ইত্যাদিকে চেনানো। এই পৃথিবীতে একজন শিশু জন্মে নিজের উপলব্ধিতে পৃথিবী দেখতে থাকে, শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের উপলব্ধির গতিপ্রকৃতি কী সে সম্পর্কে শিক্ষক ও পাঠ্য বইয়ের জানার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। একজন প্রথম শ্রেণির শিশুকে প্রাথমিক ভাবে সমাজ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। আগে তাকে জগতকে চেনাতে হবে, তাকে সামাজিক করে তোলার আগে তাকে জাগতিক করে তুলতে হবে। জগতের সঙ্গে তার এমন টান তৈরি করতে হবে, যার ফলে সে যখন সামাজিক হয়ে উঠবে তখন সে নাগরিক হিংস্র হয়ে উঠবে না।

এখন আমরা 'আমার বই' দ্বিতীয় পর্বে যা যা শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেগুলি দেখে নিই-

- 'Rainbow violet' নামক একটি ইংরেজি ছড়া।[৩২]
- রং করানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[৩৩]
- যোগ-বিয়োগের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৩৪]
- ছবির মাধ্যমে প্রকৃতির বিভিন্ন ঘটনা ও দিনরাত সম্বন্ধে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৩৫]
- বর্ণ সাজিয়ে শব্দ গঠন করতে দেওয়া হয়েছে।[৩৬]
- সংখ্যাকে শব্দে লেখানোর প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।[৩৭]
- ক্রোনোলজিক্যাল ছবির মাধ্যমে গল্প সাজানো হয়েছে।[৩৮]
- 'Red light red light' নামক ইংরেজি Rhyme song।[৩৯]
- ইংরেজি ও বাংলা সংখ্যা শেখানো হয়েছে।[৪০]
- Vowel sound শেখানোর ক্ষেত্রে মিল যুক্ত ইংরেজি শব্দ দেওয়া হয়েছে।[৪১]

- 'বনে থাকে বাঘ' –এর ভিত্তিপাঠ 'এই দেখো বন'।[৪২]
- 'আলো হয় গেল ভয়' এর ভিত্তিপাঠ 'পাখির ডাকে ভোর হলো'।[৪৩]
- ছোট ছোট ইংরেজি বাক্য এবং পাশে ছবি।[৪৪]
- হাতের আঙুলের মাধ্যমে ইংরেজিতে ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ।[৪৫]
- সংখ্যার ক্রম শেখানোর জন্য সিঁড়ির ধাপের ব্যবহার করা হয়েছে।[৪৬]
- বাংলায় ছড়া শিক্ষার পাশাপাশি কবিতা শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে।[৪৭]
- ছড়া কবিতা ও সংখ্যার সমন্বয় শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৪৮]
- ছোট ও বড়োর মধ্যে পার্থক্য বোঝানো হয়েছে।[৪৯]
- সুখলতা রাওয়ের 'কাঁচা আম' ছড়াটি পাঠ্য আছে।[৫০]
- = ও ≠ এর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৫১]
- জলের মধ্যেকার জীবন সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৫২]
- বিমূর্ত চিহ্নে ছোট-বড় –এর শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৫৩]
- 'ওই সাদা ছাতা'র অনুসারী পাঠ 'দাদা বাজারে গেছেন।[৫৪]
- কবিতার মাধ্যমে পরিবার সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৫৫]
- 'Our family' নামক ইংরেজি ছড়া।[৫৬]
- ত্রিভুজ, চতুর্ভুজ ও বৃত্তের আকারের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৫৭]
- 'নাম তার মোতিবিল' এর ভিত্তিপাঠ 'আমাদের চারপাশ'।[৫৮]
- শিলা বৃষ্টি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৫৯]
- 'বিনি-পিসির' অনুসারী পাঠ 'সকাল-বিকেল'।[৬০]
- সংখ্যার সঙ্গে বস্তুর সমন্বয় করা হয়েছে।[৬১]
- সুকুমার রায়ের 'চলে হনহন ছোটে পনপন' কবিতাটি সহজপাঠে'র 'বিনি-পিসি'র অনুসারী পাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।[৬২]
- 'বিনি-পিসি'র অনুসারী পাঠ হিসেবে বিভিন্ন পাখিদের সম্পর্কে একটি পাঠ দেওয়া হয়েছে।[৬৩]
- কার্তিক ঘোষের 'আমাদের ময়না' নামক কবিতা পাঠ্য আছে।[৬৪]

'আমার বই' দ্বিতীয় পর্বে প্রথম পর্বের শিক্ষার অনেক পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এখানে কবিতা ও গল্পের মাধ্যমে শিশুদের ভাষার বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কারণ, ভাষার সঙ্গে সমস্ত শিক্ষার নিবিড় যোগ আছে। তাই শিশুদের ভাষা শিক্ষার প্রতি বেশি নজর দিতে হবে। প্রথম শ্রেণির শিশুদের ভাষা শিক্ষার জন্য, তিনটি বিষয় খুব গুরুত্ব দিতে হবে। প্রথমত, তার চেনা পরিচিত শব্দ, ও উপভাষার সঙ্গে মান্য ভাষার সম্পর্ক। দ্বিতীয়ত, ভাষা ও ভাবের সমন্বয় শিক্ষা। তৃতীয়ত, চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনার বিকাশে সহায়তা করা।

যাই হোক, এই পর্বে 'ছায়ার ঘোমটা'র ভিত্তিপাঠ হিসেবে 'পথে লোক চলে' ব্যবহার করা হয়েছে। ভিত্তিপাঠ বলতে বোঝানো হচ্ছে, একটি লেখার উপর নির্ভর করে আরেকটি লেখা। 'ছায়ার ঘোমটা' কবিতায় বলা হয়েছে যে-

> "ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি/ আছে আমাদের পাড়াখানি।
> দিঘি তার মাঝখানটিতে, /তালবন তারি চারি ভিতে।"[৬৫]

এই কবিতাটির উপর নির্ভর করে 'আমার বই' –এ লেখা হয়েছে-

"পথে লোক চলে। পথের পাশে বিজলি বাতির খুঁটি। মইটা খুঁটিতে হেলান দিয়ে রেখেছে। পাশে কালুদা দাঁড়িয়ে আছে। বিজলির তার সারাই হবে।"[৬৬]

সহজপাঠের উপরোক্ত লেখাটিতে গ্রামের সাধারণ জীবনের কথা আছে, অন্যদিকে ভিত্তিপাঠটিতে সেই সাধারণ জীবনের উপর নির্ভর করে বর্তমান জীবনের কথা ফুটে উঠেছে। আর অনুসারী পাঠ বলতে বোঝায়, যে পাঠে একই ধরণের চিন্তা-ভাবনা ভিন্ন বিষয়ে আরোপিত হয়। যেমন- সহজপাঠের ফুলের প্রজাপতি হওয়ার ঘটনা এবং ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের রূপান্তর কবিতায় ফুলের ফুলকপিতে পরিণত হওয়ার ঘটনা, এবং উটের উটপাখিতে পরিণত হওয়ার ঘটনা।

যাই হোক, এই পর্বটিতে সিংহ ও ইঁদুরের একটি গল্পকে ছবির মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ক্রোনোলজিক্যাল ভাবে ছবিগুলি দেওয়া হয়েছে। যাতে ছবি দেখে শিশুরা ভাষার মাধ্যমে গল্প তৈরি করতে পারে। এইভাবে গল্পের মাধ্যমে শিশুদের ক্রোনোলজিক্যাল শিক্ষা দেওয়া আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি। শিশুরা সমাজে বসবাস করে তাই একজন শিশু স্বাভাবিকভাবেই তার সমাজকে সে প্রথমত চিনে ওঠে। এবং যে শহরে বসবাস করে তার কাছে বনের প্রকৃতি জানা সম্ভব নয়। হয়তো বা সে ভ্রমণে গিয়ে দেখে থাকবে নয়তো বা কোনও আত্মীয় পরিজনের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখে থাকবে। একজন শিশুর যাতে বনের জগত সম্পর্কে তার পরিচিতি হয় সে সম্পর্কে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। এই পর্বে সেই বনের জীবনের অনেক কথা উঠে এসেছে। বনের মধ্যে কারা কারা থাকে সে সম্পর্কে শিশুরা একটা ধারণা পাবে যার ফলে শিশুর মধ্যে বৈচিত্র্যময়তার বোধ তৈরি হবে। তবে শিশুদের মধ্যে শহর এবং গ্রামের বৈচিত্র্যময়তার দিকগুলো তুলে ধরা উচিত। গ্রামের শিশুরা যাতে শহর সম্পর্কে পরিচিত হয় সে সম্পর্কেও আমাদের নজর দিতে হবে এবং শহরের শিশুরাও যাতে গ্রাম জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয় সে সম্পর্কেও বিশেষভাবে নজর দিতে হবে। গ্রাম জীবন ও শহরের জীবন উভয় সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া উচিত। এই পর্বটিতে মূলত প্রকৃতি ও পরিবার সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং পরিবারকে কেন্দ্র করে সমাজ যেভাবে জড়িয়ে আছে সেই দিকটি বিস্তর ভাবে তুলে ধরা হয়েছে। তবে সমাজকে এখানে বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হয়নি। কারণ, প্রথম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সমাজবোধ তৈরি যতটা গুরুত্বপূর্ণ তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রকৃতিবোধ ও পরিবার সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা তৈরি করার। আর সেই প্রচেষ্টায় এই পর্বটিতে লক্ষ্য করা যাচ্ছে, যে কারণে এই পর্বটি শিশুশিক্ষার উপযোগী হয়ে উঠেছে।

এখন দেখে নেওয়া যাক 'আমার বই' তৃতীয় পর্বে কী কী শিক্ষা দেওয়া হয়েছে-

- Row, row, row your boat নামক একটি ইংরেজি ছড়া।[৬৭]
- 'ছায়ার ঘোমটা'র ভিত্তিপাঠ 'পথে লোক চলে'।[৬৮]
- Vowel sound সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে।[৬৯]
- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'পাখিরা' নামক কবিতা।[৭০]
- Circle এর মাধ্যমে শব্দ তৈরি করা। [৭১]
- লুডো খেলার মাধ্যমে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৭২]
- নদী বিষয়ক 'আমাদের ছোট নদী'র ভিত্তিপাঠ রয়েছে। [৭৩]
- ছড়ার মাধ্যমে বর্ষা সম্বন্ধে একটা ধারণা।[৭৪]
- মানের ঊর্ধ্বক্রম ও নিম্নক্রম সম্পর্কে ধারণা।[৭৫]
- 'কাল ছিল ডাল খালি'র ভিত্তিপাঠ 'এই দেখো গাছ'।[৭৬]
- সহজ পাঠের 'ভোর হলো। ধোবা আসে'র অনুসারী পাঠ 'পাখি গাছে বাসা বানায়'।[৭৭]

- নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'বনেবাদাড়ে' ছড়া পাঠ্য আছে।[৭৮]
- Bring the bat and bend the ball নামক ইংরেজি ছড়া।[৭৯]
- এসো, এসো গৌর এসো'র অনুসারী পাঠ 'গাছে আছে মৌচাক।[৮০]
- ইংরেজিতে ফুলের নাম পাঠ্য হিসাবে রয়েছে। [৮১]
- We wake up early in the day নামক ইংরেজি ছড়া।[৮২]
- 'এসেছে শরৎ হিমের পরশ' এর ভিত্তিপাঠ 'শিউলি ফুল, শিউলি ফুল'।[৮৩]
- বিভিন্ন ধাঁধার সমাধান করা।[৮৪]
- 'The sun bright and red' নামক ইংরেজি ছড়া।[৮৫]
- ভবানীপ্রসাদ মজুমদারের 'রূপান্তর' কবিতাটি 'কতদিন ভাবে ফুল' এর অনুসারী পাঠ।[৮৬]
- যোগ সম্বন্ধে নির্মিত ধারণার প্রয়োগ।[৮৭]
- (ঋ) কার যুক্ত শব্দের প্রয়োগ।[৮৮]
- রবি ঠাকুর ও বোলপুর সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৮৯]
- My week নামক একটি ইংরেজি ছড়া।[৯০]
- কাজী নজরুলের জীবন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।[৯১]
- 'পশুর দেশে' নাটক পাঠ্য দেওয়া হয়েছে।[৯২]
- বাজারে কেনাবেচার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। [৯৩]

এখানে 'সহজপাঠ'কে কেন্দ্রে রেখে অনেক ভিত্তিপাঠ, অনুসারী পাঠ, ও কর্মপত্র দেওয়া হয়েছে। এই পর্বটিতে শিশুর যাতে বাস্তববোধ তৈরি হয় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয়েছে। লুডো খেলার মাধ্যমে গণিত শিক্ষাকে তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা খেলা-জীবনের কাছে মিশিয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে শিশুরা পাঠে অনেকটা আগ্রহী হয়ে উঠবে। 'পাখিরা' কবিতায় খোকনের সঙ্গে পাখির একটা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা হয়েছে, যার ফলে শিশুরা প্রকৃতির পশু পাখিদের ভালবাসতে শিখবে, এরং এর ফলে তাদের সমাজ শুধুমাত্র কংক্রিটের হয়ে উঠবে না তাদের সমাজ গাছপালা ও প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় জড়িয়ে থাকবে। বাংলার বিভিন্ন নদী সম্পর্কে যে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে তার ফলে শিশুরা যেমন নদীদের নাম শিখবে তেমনি এই বাংলার বৈচিত্র্য এবং নদীর সঙ্গে জড়িয়ে থাকা জীবনের কথাও জানবে। শিক্ষক মহাশয়দের এ বিষয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ভাবিয়ে তোলা উচিত হবে। তারা সহজপাঠে যে 'আমাদের ছোট নদী' পড়েছে সেখানে তারা নদী সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা পেয়েছে। বর্ষাকাল সম্পর্কেও এই পর্বে তাদের একটা ধারণা দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাদের মধ্যে যাতে বর্ষার প্রতি একটা কৌতুহল জন্মায় সেদিকে নজর দিতে হবে, বর্ষার আনন্দকে তারা যাতে উপলব্ধি করতে পারে অর্থাৎ প্রকৃতির প্রত্যেকটা ঋতু যাতে তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয় সেদিকে নজর দেওয়া হয়েছে। উর্ধ্বক্রম ও নিম্নক্রম সম্পর্কেও এ পর্বে একপ্রকার ধারণা দেওয়া হয়েছে সিঁড়ির মাধ্যমে অর্থাৎ তারা সিঁড়ির মাধ্যমে কোনও জায়গায় ওঠে এবং নামে এই ওঠা-নামা তাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই বিখ্যাত কবিতা 'কাল ছিল ডালখালি' এর অনুসরণে 'এই দেখো গাছ' নামে ভিত্তিপাঠ রচনা করা হয়েছে। এখানে গাছের মূল, কাণ্ড, বীজ, পাতা এবং তার জীবন নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে অর্থাৎ সহজপাঠকে কেন্দ্র করে এই যে শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি তা তাদের শিক্ষাকে অনেকটা সহজবোধ্য করে তুলেছে।

উপসংহার:

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, 'সহজপাঠ' বইকে কেন্দ্রে রেখে 'আমার বই' নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে জগতকে চেনানোর পাশাপাশি শিক্ষাকে শিশুদের সঙ্গে পরিচিতি করানোর একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আমার বইকে কিভাবে আনন্দময় করে তোলা যায় তার সব রকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। বইটিকে প্রাকৃতিক রঙে ভরিয়ে তোলা হয়েছে, যার ফলে শিশুরা বইটি আকর্ষণীয় ভাবে গ্রহণ করে। কারণ, রং শিশুরা খুব সহজেই পছন্দ করে। প্রথম পর্বে 'সহজপাঠে'র কোনও অনুসারী বা ভিত্তিপাঠ দেওয়া হয় নি। প্রথম পর্বের একই বিষয়ের অনেকবার পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। এই ধরনের একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তিমূলক শিক্ষা শিশু শিক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিশুরা যে কোনও বিষয় খুব তাড়াতাড়ি যেমন মনে রাখতে পারে আবার খুব তাড়াতাড়ি ভুলেও যেতে পারে। তাই শিশুদের অনুশীলন যদি বারবার হয় তাহলে তারা সেই বিষয়টি খুব সহজে আত্মস্থ করতে পারবে।

এই পর্বে বইটিকে তারা খাতা হিসাবে ব্যবহার করবে। এর ফলে শিশুরা বইয়ের মধ্যে লিখতে পেয়ে তারা অত্যন্ত আনন্দিত হবে। কারণ, প্রথাগত শিক্ষায় সাধারণত বইয়ের মধ্যে লিখতে দেওয়া হতো না। বইয়ে লিখতে দেওয়ার ফলে শিক্ষাটা তাদের কাছে ভারমুক্ত মনে হবে। পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটি অঞ্চল ভীষণভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ। 'আমার বই'য়ে হয়তো ততটা বৈচিত্রপূর্ণ জীবনের ছবি নেই! তাই একজন শিক্ষক যখন পড়াবেন তার গ্রামের তার পরিবেশের সেই বৈচিত্র্যময় জীবনকে শিশুদের কাছে তুলে ধরবেন। এই বৈচিত্র্য তুলে ধরলে শিশুরা অনেক সহজে সেই বিষয়টি আত্মস্থ করতে পারবে। বিশেষ করে সেই অঞ্চলের উপভাষার সঙ্গে মান্য ভাষার একটা সমন্বয় সাধন করবেন শিক্ষক। যার ফলে শিশুদের বিকাশ ভালো হবে। এই পর্বে বাংলা গণিত ও ইংরেজি ইন্টিগ্রেটেড ভাবে বারবার আবর্তিত হয়েছে। এর প্রধান কারণ হলো, শিশুরা প্রধানত অগোছালো, প্রাথমিকভাবে তাদের ক্রোনোলজিক্যাল শিক্ষা দিতে নেই। অর্থাৎ তখনও তারা এক একটি বিষয়ে আলাদা আলাদা ভাবে পড়ার মতো তৈরি হয়নি। শিক্ষা যেন তাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যায় সেদিকে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে।

দ্বিতীয় পর্বটিতে 'সহজপাঠ' থেকে অনেক কর্মপত্র অনুসারী পাঠ ও ভিত্তি পাঠ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে শিশুরা অনেক ক্ষেত্রেই 'সহজপাঠে'রে বিষয়ের সঙ্গে 'আমার বই'য়ের বিষয়ের মিল পাবে। এই পর্বটিতে বিশেষ করে তাদের চেনাজানা জীবনের বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে পরিচিতি ঘটানোর একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জগতকে তারা কিভাবে দেখেছে তার মূল্যায়নের সুযোগ পাচ্ছে এই পর্বে এসে। ভাষার সঙ্গে এই জগতের একটা সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেহেতু যে কোনও শিক্ষার মূলে রয়েছে ভাষা, শিশুর ভাষা বিকাশ না হলে তার সামগ্রিক নিরববচ্ছিন্ন বিকাশ হওয়া সম্ভব নয়। সে কারণেই নানান দিক থেকে শিশুর ভাষা বিকাশের উপর নজর দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে 'সহজপাঠে'র চেনা-জানা বিষয়কে উপকরণ হিসাবে নেওয়া হয়েছে, যাতে তারা চেনা থেকে অচেনার জায়গায় পৌঁছতে পারে।
আমরা লক্ষ্য করেছি, তৃতীয় পর্বের শিশুর মধ্যে একটা বাস্তববোধ তৈরির প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই পর্বে এসে শিশুরা ক্রমান্বয়ের শিক্ষা পাচ্ছে। বিমূর্ত পদ্ধতিতে শিশুদের ছোট ও বড়োর পার্থক্য বোঝানো হয়েছে। আমরা দেখেছি, দ্বিতীয় শ্রেণিতে শিশুরা তুলনামূলক শিক্ষা পাচ্ছে এবং সমাজ সম্পর্কে শিক্ষা পাচ্ছে। কিন্তু এখানে তুলনামূলক শিক্ষার সূচনা ঘটছে বলা চলে। সমাজ সম্পর্কে শিক্ষা শিশুদের জন্য অত্যন্ত জরুরি কিন্তু এই সমাজকে প্রকৃতির সঙ্গে মিশিয়ে না শিক্ষা দিলে তা তাদের জন্য হীতকর হয়ে উঠবে।

সবমিলিয়ে সহজপাঠের প্রকৃতি ও সমাজবোধের অখণ্ড চিন্তা-ভাবনাকে আমার বই নির্মাণের মূলে রাখা হয়েছে। সহজপাঠের আনন্দপূর্ণ শিক্ষাকে গ্রহণ করা হয়েছে। সহজপাঠের সমন্বিত শিক্ষাকে কাজে লাগানো হয়েছে। এবং সহজপাঠের ভারমুক্ত শিক্ষাকেও গ্রহণ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ১।

২) ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ২৭।

৩) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-২০।

৪) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম শ্রেণি, তৃতীয় পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৩৪৪।

৫) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম শ্রেণি, প্রথম পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৭।

৬) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম শ্রেণি, প্রথম পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ১২৬।

৭) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-৮।

৮) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-১৪।

৯) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ২৫।

১০) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, দ্বিতীয় ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ১৩।

১১) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা-১।

১২) তদেব, বর্ণ কার্ড, পৃ-৭।

১৩) তদেব, চিত্রপাঠ, পৃ-৯।

১৪) তদেব, চিত্র ও বারকোড পাঠ, পৃ-১১।

১৫) তদেব, বর্ণ কার্ড, পৃ-১৩।

১৬) তদেব, চিত্ররঙ, পৃ-১৬।

১৭) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-১৬।

১৮) তদেব, বর্ণ কার্ড, পৃ-২৩।

১৯) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-২৬।

২০) তদেব, Wordstock, পৃ-৩১।

২১) তদেব, ছড়াভিনয়, পৃ-৩৬।

২২) তদেব, Rhyme song, পৃ-৩৭।

২৩) তদেব, ক্রমান্বয় শিখন, পৃ-৩৯।

২৪) তদেব, Rhyme song, পৃ-৪১।

২৫) তদেব, English Alphabet, পৃ-৪৪।

২৬) তদেব, ঊর্ধ্বক্রম ও অধঃক্রম, পৃ-৪৬।

২৭) তদেব, বাংলা ও ইংরেজি সংখ্যা লিখন, পৃ-৫০।

২৮) তদেব, ক্রমান্বয় শিখন, পৃ-৭৯।
২৯) তদেব, যোগের ধারণা, পৃ-৯৭।
৩০) তদেব, চিত্রগল্প, পৃ-১০৭।
৩১) তদেব, আকার শিখন, পৃ-১১৭।
৩২) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম শ্রেণি, দ্বিতীয় পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৮।
৩৩) তদেব, রং করা, পৃ-১২৮।
৩৪) তদেব, বিয়োগের ধারণা, পৃ-১২৯।
৩৫) তদেব, কবিতা, পৃ-১৩১।
৩৬) তদেব, শব্দ গঠন, পৃ-১৩৩।
৩৭) তদেব, কথায় লেখা, পৃ-১৩৫।
৩৮) তদেব, ক্রমান্বয় চিত্রগল্প, পৃ-১৩৯।
৩৯) তদেব, ইংরেজি ছড়া, পৃ-১৩২।
৪০) তদেব, বিয়োগ শিক্ষা, পৃ-১৪২।
৪১) তদেব, Vowel sound, পৃ-১৪৭।
৪২) তদেব, ক্রমান্বয় শিখন, পৃ-১৪৫।
৪৩) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-১৫১।
৪৪) তদেব, English sentence, পৃ-১৫৩।
৪৫) তদেব, Rhyme song, পৃ-১৫৫।
৪৬) তদেব, সংখ্যার ক্রম, পৃ-১৬১।
৪৭) তদেব, কাঁচা আম, পৃ-১৭০।
৪৮) তদেব, কর্মপত্র, পৃ-১৭৭।
৪৯) তদেব, ছোট-বড়ো, পৃ-১৬০।
৫০) তদেব, কাঁচা আম, পৃ-১৭০।
৫১) তদেব, সমান ও অসমান, পৃ-১৭২।
৫২) তদেব, জল-জীবন, পৃ-১৮১।
৫৩) তদেব, ছোট ও বড়োর চিহ্ন, পৃ-১৮৩।
৫৪) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-১৮৬।
৫৫) তদেব, প্রথম পাঠ, পৃ-১৯২।
৫৬) তদেব, Our family, পৃ-১৯৩।
৫৭) তদেব, আকার শিখন, পৃ-১৯৫।
৫৮) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-২০১।
৫৯) তদেব, শিলাবৃষ্টি, পৃ-২০৬।
৬০) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২০৮।
৬১) তদেব, সংখ্যার সঙ্গে সমন্বয় পৃ-২১০।
৬২) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২১৩।
৬৩) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২১৮।
৬৪) তদেব, আমাদের ময়না, পৃ-২২২।
৬৫) ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ডিসেম্বর ২০২৫, সহজপাঠ, প্রথম ভাগ, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৩১-৩২।

৬৬) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ২২৫।
৬৭) বিশেষজ্ঞ কমেটি, ডিসেম্বর ২০২৩, আমার বই, প্রথম শ্রেণি তৃতীয় পর্ব, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, বিকাশ ভবন, কলকাতা-৯১, পৃষ্ঠা- ৮।
৬৮) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-২২৫।
৬৯) তদেব, Vowel sounds, পৃ-২২৭।
৭০) তদেব, পাখিরা, পৃ-২৩১।
৭১) তদেব, শব্দগঠন, পৃ-২৩২।
৭২) তদেব, কর্মপত্র, পৃ-২৪০।
৭৩) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-২৪২।
৭৪) তদেব, বর্ষা সম্বন্ধে শিখন, পৃ-২৪৬।
৭৫) তদেব, ঊর্ধ্বক্রম ও নিম্নক্রম, পৃ-২৫১।
৭৬) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-২৫৩।
৭৭) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২৬০।
৭৮) তদেব, বনেবাদাড়ে পৃ-২৬৩।
৭৯) তদেব, Rhyme song, পৃ-২৬৬।
৮০) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২৬৭।
৮১) তদেব, ইংরেজি শব্দ, পৃ-২৬৯।
৮২) তদেব Rhyme song, পৃ-২৭৭।
৮৩) তদেব, ভিত্তিপাঠ, পৃ-২৭৮।
৮৪) তদেব, বাংলা ধাধা পৃ-২৮৯।
৮৫) তদেব, Rhyme song, পৃ-২৯৩।
৮৬) তদেব, অনুসারী পাঠ, পৃ-২৯৪।
৮৭) তদেব, গণিতের ভাষায় যোগ, পৃ-২৯৫।
৮৮) তদেব, যুক্ত শব্দ শিখন পৃ-৩০১।
৮৯) তদেব, ছোট রবি ও ছোটদের রবি, পৃ-৩০৭।
৯০) তদেব, my week, পৃ-৩১৩।
৯১)তদেব, কাজী নজরুল ইসলাম, পৃ-৩১৪।
৯২)তদেব, পশুর দেশে, পৃ-৩১৮।
৯৩) তদেব, বাজারে কেনাবেচাঃ নানারকম নোট, পৃ-৩২৮।